মাতৃবন্দনা

গজগমন

স্টেলা মুখোপাধ্যায়

শাস্ত্রমতে মা দুর্গা যাবেন গজে চড়ে,
সেই খবরে গণেশদাদা খিল দিয়েছে দোরে।
আনন্দেতে হুটোপাটি ব্যস্ত সবাই সাজে,
এধার ওধার ছোটাছুটি করছে বিনা কাজে।
হাঁসের পাখায় রং ছড়িয়ে তৈরি সরস্বতী,
লক্ষ্মী এল লাল কাপড়ে দুলিয়ে গজমোতি।
ময়ূর এল পেখম তুলে কার্তিককে বসিয়ে নিয়ে,
বললে—'দাদা কোথায় গেল ব্যাপারটা কী দেখ না গিয়ে।'
মর্ত্যে যাওয়ার শুভ সময় যাচ্ছে এবার চলে,
যাত্রামঙ্গল হবে পড়া সকলে এক হলে।
লক্ষ্মীঝাঁপি মাথায় নিয়ে নামল পেচক পক্ষী,
বললে—'দাদা বেরিয়ে এসো বাড়িয়ো না আর ঝক্কি।'
সিংহ এল দুলিয়ে কেশর একটুখানি হেসে—
'চললে এমন মর্ত্যে যাওয়া ভেস্তে যাবে শেষে।
রাগের কারণ থাকলে পরে সেটা খুলে বলো,
হিসেব নিকেশ পরে হবে এবারটি তো চলো।'
শিবের কাছে খবর গেল দৌড়ে এলেন তিনি—
'কী হয়েছে গণুবাবা দরজা খোলো শুনি।'
এই কথাতে গণেশদাদা আবার গেলেন খেপে,
বাহনটি তাঁর পায়ের তলায় মরছে ভয়ে কেঁপে।
ভেতর থেকে চড়িয়ে গলা বলছে সবে ডাকি—
'কাজটা কি মা ঠিক করেছে ভাবছে না কেউ তা কি!
আমার মতো শরীরটা যার আমার মতোই মাথা,
তার পিঠে মা চড়ছে কেন বুঝতে পারি না তা।
একসাথে আর যাব না কো একলা যাব পরে,
সবাই মিলে যাক না চলে রইব আমি ঘরে।'
বোঝা গেল আসল কারণ দুর্গা বলেন ডেকে—
'গজের পিঠে ফিরব না আর বলছি এখন থেকে।'
এই কথাতে গলল বরফ বেরিয়ে এলেন তিনি।
লাল জামা সাজ পায়ের নূপুর বাজল রিনিরিনি।

তুমি এসো

সুমনা চৌধুরী

ডাকছে আকাশ, ডাকছে বাতাস
ডাকছে নদীর ঢেউ
ডাকছে বনের কাশের সারি
জানে কি তা কেউ?

হাওয়ায় হাওয়ায় গন্ধ ভাসে
ভরা দিঘির জলে
ফিসফিসিয়ে ফুল পাখি সব,
পুজোর কথা বলে।
হঠাৎ মেঘে ঢাকে আকাশ
হঠাৎ রোদের খেলা
আলোছায়ার লুকোচুরি
সকাল সন্ধ্যাবেলা।

মেঠোপথে বাউলেরা
গাইছে আগমনী
বুকের মাঝে শুনতে যে পাই
মায়ের পদধ্বনি।
বছর পরে ধরাতলে
আসেন মহামায়া,
আনন্দ আর শান্তি আসুক
এটাই মোদের চাওয়া॥

পুজোর চিঠি তোমাকে

তুলসীপ্রসাদ বাগচী

এবার পূজায় যাচ্ছ কোথায় তোমরা সবাই মিলে?
দূরপাহাড়ে বন-বাদাড়ে, সাগর-নদী-ঝিলে?
যেথায় খুশি যাও তোমরা, যাত্রা শুভ হোক।
রাখবে খোলা মনটি তোমার এবং দুটি চোখ।
খুঁজে সবাই দেখো তো ভাই খোলা সরল মনে,
মাকে কোথাও দেখতে পেলে জানাও আমায় ফোনে।

শুনেছি মা লুকিয়ে থাকেন সকল মায়ের মাঝে,
সন্তানদের ব্যথা নাকি মায়ের বুকে বাজে।
মাকে বোলো তোমার আমার সবার ব্যথার কথা—
আর কতদিন অন্ধকারে ছুটব যথা তথা?
চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মায়ের কাছে বলবে—
ভূত-পিশাচের নৃত্য, মাগো, আর কতদিন চলবে?

বিষিয়ে গেছে সমাজ, মানুষ, আকাশ, বাতাস, জল,
মানবমনে ফেনিয়ে ওঠে তীব্র হলাহল।
কালকূট ড্রাগ স্মার্টফোনে আজ অতি সহজলভ্য,
এসব ছাড়া মানুষ নাকি থাকে না আর সভ্য!
নীলকণ্ঠের নেই তো দেখা গরলপানের জন্য,
মনুষ্যত্ব অদৃশ্য আজ, মানুষ শুধুই পণ্য।

মাতৃজাতির কী লাঞ্ছনা, মন হয়ে যায় তিক্ত,
ভুলে নিজের দৈবী স্বরূপ সবাই এখন রিক্ত।
তুচ্ছ কথায় আত্মহনন, তুচ্ছ কথায় হত্যা,
মানবশরীর নয় দেবালয়, শুধুই অসুর-সত্তা!
সবাই যেন হন্যে হয়ে ব্যস্ত হননকার্যে,
সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে, পারছি না মা আর যে!

জানতে চেয়ো তোমরা সবাই মায়ের কাছে গিয়ে—
আসবে কবে সেই পাষাণী অস্ত্র হাতে নিয়ে?
রক্তবীজের করতে নিধন মাকেই এখন দরকার,
মায়ের কাছে সবাই মিলে করতে হবে দরবার।
দশপ্রহরণ নিয়ে মাকে বলবে ধরায় আসতে,
বলবে, 'মাগো, চাই গো সবাই বাঁচার মতো বাঁচতে।'

এসব কথা মায়ের কাছে দেখা পেলেই বলবে,
হয়তো সবার ব্যাকুলতায় মায়ের হৃদয় গলবে।
সবাই মিলে বললে মাকে পালটে যাবে ছবি।
পুজো সবার ভাল কাটুক—ইতি তোমার কবি।

মা - আমারি মাটির কন্যা

প্রব্রাজিকা সত্যব্রতপ্রাণা

সূর্যধোয়া সকাল এল শিউলি সুবাস নিয়ে
সপ্তডিঙা পাল তুলে ধায় মনের সাগর বেয়ে।
ছলাৎ ছলাৎ নদীর ধারে কাশের চামর দোলে
শরৎরানি হাসছে কেমন খুশির তুফান তুলে।
শিশিরভেজা পথ মাড়িয়ে শারদলক্ষ্মী আসে—
পুজোর কথার কানাকানি চলছে ঘাসে ঘাসে।
আয় না মাগো বুকের মাঝে, মনের কথা কই
ওই যে মাগো, আদুল ছেলের রঙিন জামা কই?
টলটলে তার নয়নকোণে অশ্রুচিকন রেখা—
ছোট্ট বুকে দুঃখ ভরা যায় না চোখে দেখা।
আবার দেখি ছিন্নবসন মলিন মেয়ের মুখ
কাজলকালো দীঘল চোখে হারিয়ে গেছে সুখ।
দিকে দিকে অসুররাজের কৃষ্ণকঠিন হাত
অসম্মানের কলুষ খেলা চলছে দিবারাত।
ঢাকের বাদ্যি আলোর রোশন মিছে হল সব,
আতুর প্রাণের নীরব ব্যথা কর্ মা অনুভব।
দেবীর বোধন শুধুই ঘটে, মৃন্ময়ী সে-রূপ!
অবিচারের আর্তনাদে পুড়ছে জীবনধূপ।
কন্যারূপে হোক মা পটে দেবীর নীরাজন,
সার্থক হোক জীবনমন্ত্রে পূজার আয়োজন।

দিয়ো তব পদতরী

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ

কৈলাসসদনে বসি যোগাসনে হয়েছিলে তুমি জীর্ণ,
মহিষাসুর-দম্ভ দমনে রণবেশে অবতীর্ণ।
অমৃতসন্তানে ফিরাও স্বস্থানে, গরলপানে উন্মত্ত,
চেতনা চৈতন্য করো, তব কৃপাবরে তারো, মানুষ হোক সুধাসক্ত।
এ-বসুন্ধরা করো মধুক্ষরা, বিরাজ করুক চিরশান্তি,
সবার হৃদয় করো মধুময়, দূরে যাক মোহভ্রান্তি।
আমি অভাজন, না জানি পূজন, নিজগুণে ক্ষমা করি,
মরণের কালে বৈতরণীজলে দিয়ো তব পদতরী॥

একটি চিঠি

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু মাকে,

যদিও মাগো, চিঠি লেখার নেইকো এখন চল,
তবু বড্ড ইচ্ছে হল, কী করি মা বল?
একটি বছর পরে, শরৎ এল ফিরে,
শিউলি ফোটার বেলা, কাশের বনে দোলা,
সাদা মেঘের ভেলা, পদ্ম আঁখি মেলা,
আকাশ জুড়ে, বাতাস জুড়ে আগমনীর সুর,
বলছে কানে, মায়ের পুজো নয় বেশি আর দূর।
দিকে দিকে জাগল সাড়া,
আনন্দ আজ দুয়ারে তাই দিচ্ছে কড়া নাড়া।
তবু মাগো থেকে থেকে মনটা ভারি লাগে,
তুমি ছাড়া এসব কথা বলব বলো কাকে?
তুমি মা আনন্দময়ী, শক্তিরূপা মা,
ত্রিজগতে মাগো তোমার নেই যে উপমা।
তোমার কাছে একটি চাওয়া আছে আমার জেনো,
মাগো আমার সেই কথাটি মন দিয়ে আজ শোনো।
চারিদিকে দেশজুড়ে আজ চলছে হানাহানি,
গুপ্তঘাতক দিনে রাতে করছে কানাকানি।
বড্ড রক্ত ঝরছে দেখো চারিদিকে চেয়ে।
তারও চেয়ে বেশি রক্ত ঝরছে হৃদয় বেয়ে।
এবার এসে মনের অসুর মারতে তোমায় হবে;
কোন অস্ত্র যে লাগবে তাতে, জানব কেমন করে?
চারিদিকে হাসিখুশি, আলোরই রোশনাই,
তারই নিচে আছে পড়ে মন-পোড়ানো ছাই।
সে-মনটাকে সঞ্জীবনী সুধায় ভরে দিয়ো,
এবার এসে সবটা কালি মুছিয়ে দিয়ে যেয়ো।
এইটুকু মা বলার ছিল, বাকি বুঝে নিয়ো।

ইতি তোমার অবোধ মেয়ে,
রইল তোমার পথটি চেয়ে॥